চুনতি ডট কম........Truly Beyond Compare

আছিমউল্লাহ নাবিল

চট্টগ্রাম জেলার আরাকান রোডের পাশে এক প্রসিদ্ধ গ্রামের নাম চুনতি। আর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব না কি যেন বিশ্ব বিস্তৃত যোগাযোগ জালের মধ্যে আটকে থাকা ঠুনকো বিচরণ ভূমি - চুনতি ডট কম । তা আবার কি সব প্রচারণা অনুষ্ঠানও হয়ে গেল। চিরপরিবর্তমান পৃথিবীর এক বাসিন্দার ডায়েরী থেকে ঘটনার বিবরণী তুলে দেয়া হল-

২২ ডিসেম্বর , বেলা ১২টা।

দু'রঙা কাগজের লিফলেট। সবুজ আর নীল। সাথে হালিম চারু'দার রঙ-চঙা ব্যানার। রাতে চুনতির তরুণ, মেধাবী পোলাপানের ঈদ উপহার চুনতি ডট কম - এর প্রচারণা উৎসব। সাজ সাজ রব। সকালে ক্রিকেট, বিকেলে ফুটবল আর সন্ধ্যায় জম-জমাট প্রজেক্টর শো। এই না হলে ঈদের রম-রমা চুনতি। রাজধানীর রাজাধিরাজ আর ধাঁধাঁ গোলকধাঁধাঁর কোমল-কর্কশ চাপে মোর দেহ, মনের দিন দিন ক্ষয় হচ্ছে। হৃত শক্তি পুনরুদ্ধারে ব্রত - তাইতো ছুটে এসেছি আবার বাড়ির পানে।

ভোর না হতেই বীরশ্রেষ্ঠ আর মুক্তিযোদ্ধা একাদশের টুয়েন্টি টুয়েন্টি লড়াই প্রস্তুতি। উদ্বোধনী বক্তব্যে 'গ্রেট এসুসিয়াষ্ট' শেহজাদ চাচু চুনতি.কম উদ্দেশ্যে ছোকরাদের শোনাবার চান্স ছাড়লেন না - "হুম্‌ম !! ইংরেজী না জানলে চলবে না কিন্তু। আকরাম-বুলবুল ইংরেজি জানে বলেই তো ক্যাপ্টেন্সী পেল - অন্যরা পেয়েছে না- কি?"

সবুজে ঘেরা পাহাড়ের ঢালে প্রস্তুত মঞ্চ। শিশির ভেজা সবুজ ঘাসের উইকেট। আর ঠান্ডা হাওয়ার খেয়ালি দুলুনি। ইংল্যান্ডের আবহাওয়া বলে ভুল হতেই পারে। তাতে কি ? খেলা শুরু হল। মুহুর্মুহু শর্টপিচ, শর্টে লাইন ধরে দাঁড়ানো ফিল্ডার আর ব্যাটসম্যানের নাভিশ্বাস। ডগলাস জার্ডিন, হ্যারল্ড লারউডের বডিলাইন কৌশল গ্রামের ক্ষুদ্র ছোকরারা পর্যন্ত রপ্ত করে ফেলেছে। জার্ডিন বেঁচে থাকলে কাকে ধন্যবাদ দিতেন - বোলারকে নাকি প্রযুক্তির বদান্যতাকে ?

বিকেল ৫টা।

দিবানিদ্রায় আয়ুক্ষয়। এই মহৎ বাক্য মনে হয় এ জীবনে আর মেনে চলা হবে না। বিকেলের ফুটবল খেলাটা মিস হয়ে গেল। একটু পরেই আবার চুনতি ডট কম - এর মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর শো। তাড়াতাড়ি যাই।

সন্ধ্যা ৭টা

চুনতি ডট কম - এর প্রধান দুই উদ্যোক্তা দেশের বাইরে, মাউস কিক আর ব্যাপক করতালির মধ্য দিয়ে এর উদ্বোধন করলেন গর্বিত পিতৃ মহাদেব কাজী বশির আহমদ। মাঝে দুই উদ্যোক্তার এ মহেন্দ্রক্ষণে উপস্থিতির অপারগতা সত্ত্বেও শেহজাদ চাচু সবাইকে শুনালেন তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্য দুরালাপনী মারফত। আর চুনতি ডট কম - এর মহাত্মের প্যাঁচালী পাড়ার গুরুদায়িত্ব পড়ল এ অধমের ঘাড়ে।

আরিব্বাস! এতো মানুষ হবে কল্পনাই তো করিনি। এত মানুষ দেখে এই ভারপ্রাপ্ত বক্তার কাঁপাকাঁপিকে চঞ্চল ঠান্ডা হাওয়ায় তীব্র শীতের কাঁপুনি বলে ভুল করলেন সবাই। গ্রামের এতো মানুষ ইন্টারনেট বুঝে ? হতেই পারে। যেন তেন গ্রাম তো নয় এটা। এ গ্রামেরই সন্তান মিউজিশিয়ান নকীব খানের লেখায় পড়েছিলাম গ্রামের মানুষের শতকরা ৮৫ ভাগ শিক্ষিত। এত এত পি এইচ ডি হোল্ডার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার আর সমৃদ্ধ আপন সংস্কৃতি আর কটা গ্রামে আছে শুনি ! পাঠক, আরো জানতে চান ? চুনতি ডট কম - এর হিষ্টোরী আর ইলাষ্ট্রিয়াস পারসন অপশনে ঢুঁ মারুন। "অল্প কথায় কাজ হলে বেশি কথার দরকার কি ?"- ক্লাস নাইনে প্রমথ চৌধুরী নামক ভদ্রলোক থেকে শিখেছিলাম।

তবুও এ গ্রামের ইসলামী ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিক মনুষ্যত্ব, আপন সংস্কৃতি আর গান নিয়ে বড়াই না করে পারলাম না। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার ভয়াবহ সাফল্য অন্য গ্রামের ঈর্ষাই বাড়াবে শুধু। আর আনজুমান-ই-নওজোয়ান, চারুতা, দীপিত, অর্ণবের মতো নবীণ-প্রবীণ সংগঠনগুলোও নিজস্ব রীতিতে গ্রমোন্নয়নের প্রতিযোগিতায় রত। সেই আদিকাল থেকে চলে আসা চুনতির একান্ত নিজস্ব গানগুলোর সংরক্ষণ আর প্রচার ও যেন সংস্কৃতিমনা একটি গোষ্ঠির পরিচয়বাহক। তৎণাৎ রক্তের প্রয়োজনীয়তায় গ্রামবাসীর রক্ত গ্রুপ ও দাতার মোবাইল নাম্বার নিয়ে প্রস্তুত 'ব্লাড ব্যাংক' অপশন। পুরো গ্রামের মানুষের প্রোফাইল গুছিয়ে রাখা ও তো চাট্টিখানি কথা নয়। ওহ্‌হো চুনতির পরবাসী আদম সন্তানরাও এখন যে কোন অনুষ্ঠানের সংবাদ ও ছবি উপভোগ করতে পারেন তা বলতে বাকি রাখলাম কেন? চুনতির ছোটবেলা নিয়ে লেখকদের স্মৃতিচারণ ক্ষেত্র 'রাইটার্স কলাম' তো আছেই। 'ফটো অ্যালবাম' অপশনে কৌশলী ক্যামেরা খুঁজে বেরিয়েছে চুনতির বিশাল অভয়ারণ্য, সরোবর আর প্রকৃতির ব্যাপক উদারতাকে। মাছের প্রজেক্টে বকের চঞ্চলতা আর ১৯ দিন ব্যাপী সীরাতের ছবি আর বাদ থাকে কেন? 'ক্যারিয়ার কর্ণার' - এর মাধ্যমে বেকারত্ব বিনাশের চেষ্টাও প্রশংসাযোগ্য। সর্বোপরি দশ সহস্রাধিক অনুগত সৈনিকের প্রবেশের প্রতীক্ষায় হোম-পেজে আছে "ভিজিটর কাউন্টার"।

পুরো সাইটের চুম্বকীয় আকর্ষণ - 'ফোরাম'। এদেশের মাটি ত্যাগী অনেক পরবাসীর অনুভূতি প্রকাশের আশ্রয়স্থান। চুনতি জনগোষ্ঠির স্বজন সন্ধানের আকুলতা, দ্বন্দ্ব-অভিমান, তর্ক বিতর্ক, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় মাতামাতি আর নিত্ত অবসরে গ্যাঁজানোর স্থান এই ফোরাম। প্রত্যহ দেখতে থাকা নিরন্ন বুভু মানব, সিডর জর্জরিত দেশে কৃপা বর্ষণ করেই ক্ষান্ত নয় ফোরাম পরিবার। বিপর্যস্ত নির্বাসিত সমাজকে সহানুভূতির স্পর্শ নয়, স্বাবলম্বী দেখতে চায় তারা। তাইতো খোলা হল বিজ্ঞাপন আর দাতাদের টাকায় 'চ্যারিটি ফান্ড'।

স্বপ কথায় চুনতি ডট কম - এর বর্ণনায় সবার চিত্ত হরণে মত্ত ৫০ মিনিট লাগল। অত:পর দেখানো হল সকালের খেলার ধারণকৃত হাইলাইটস। বড় পর্দায় গ্রামের ক্ষুদে দুর্বৃত্তদের খেলাকে গ্রামবাসী বিটিভি-র সম্প্রচার বলে ভুল করল।

সারাদিনের ছোটাছুটি ভীষণ কান্ত। ঘুম নামক ব্যাধিটা আবার হানা দিচ্ছে। গ্রামবাসীকে চুনতি ডট কম বুঝানোর প্রচেষ্টাকে সার্থক মনে হলো যখন এক গ্রামবাসীর মুখে শুনি - " ওবা..তোঁয়ারা ত খুব ভালা একখান কাম হাতত লইও। " রাত ১০টা এখন।সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া আহ! ঘুম জীবনং।

২৪ শে ডিশেম্বর

কবি কবি ভাব অনুভব করছি। ক্ষণিকেরএ ভাবখানা খাতা কলমের ফ্রেমে বেধে রাখি।

চুনতি ডট কম যেন পুরো চুনতির এনসাইকোপিডিয়া - পুরো চুনতির অলংকার, অহংবোধ। হৈমন্তীর ভাষায় বলতে গেলে - " এ মোদের সম্পত্তি নয়, এ মোদের সম্পদ"। বাংলাদেশের ৬৭ হাজার ৯৯৯ গ্রামের এরূপ ওয়েবসাইট নাই। একটি গ্রামের মাত্র আছে। এটা মোদের অহংকার। প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামোন্নয়নের শুরু যেন এখান থেকেই । আপন কর্মে কাল থেকে কালান্তরে বেঁচে থাকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত - ই করে গেলেন দুই সহোদর উদ্যোক্তা - লতিফ এবং শরীফ।

ঘটনাপ্রবাহ-১

৩০ বছর আগের কথা। আইবিএম আর এক তরুণের মধ্যে অপারেটিং সিস্টেম ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত সন্ধি হবে। ঝাঁকড়া চুলের তরুণের সাৎ সময় সকাল ১০টা। নতুন টাই কিনে আইবিএম অফিসে পৌঁছতে পৌঁছতে ১০:৩০টা। সন্ধির দফা-রফা শুরো হলো। আইবিএম প্রধান তরুণের নতুন অপারেটিং সিস্টেমের জন্য দিলেন লোভনীয় অফার - এক বিলিয়ন ডলার !! কিন্তু না, চৌকশ, দূরদর্শী তরুণটি তার অপারেটিং সিস্টেম বেচলো না। বিনিময়ে তার দাবি - প্রতিটি আইবিএম পিসির জন্য মাত্র এক ডলার !!! প্রথম বছরেই তরুণটির পকেটে এলো আড়াই বিলিয়ন ডলার!!!

পরের ঘটনা ইতিহাস। বিল গেটস নামক তরুণটির অফিসে তখন ছিল দুইটি কম্পিউটার। আজ সেই ছোট্ট অফিস - মাইক্রোসফটের নাম তাবৎ দুনিয়ার ঘরে ঘরে।

ঘটনাপ্রবাহ-২

একদা এক অতিশয় বৃদ্ধ এমন গাছ লাগাচ্ছিলেন যার ফল হতে হতে পনের বিশ বছর লেগে যায়। তাই দেখে আরেকজনের কৌতুহলী জিজ্ঞাসা - "যে গাছের ফল তুমি ভোগ যেতে পারবে না তা লাগিয়ে লাভ কি ? " বৃদ্ধের সহাস্য জবাব - " এ গাছ তার কবরে শুয়ে পূণ্য লাভের উছিলা " ।

প্রথম তরুণ দেখেছিলেন ৩০ বছর সামনের বিশ্ব। পরের বৃদ্ধও তাই। চাঁদে পা দিয়ে নীল আর্মষ্ট্রং বলেছিলেন - "It's a small step of a man, but a giant leap for mankind" চুনতি ডট কম কি তা হয়তো গ্রামের অধিকাংশ লোকই বুঝে না। আজ যাদের বয়স ১০/১২ বছর ২০ বছর পর তারা ঠিকই বুঝবে।

পাছে বড়াই হয় বলে ভয় হয়। আশা করতে দোষ কি ? ৫০ বছর পর ও চুনতি.কম থাকবে বিশ্বব্যাপী চুনতিবাসীর তথ্য সেবাদাতা হয়ে । বৃদ্ধ ও নিশ্চয়ই এ যুগে জম্মাননি বলে আফসোস করবেন তখন। চুনতি.কম তার তথ্য সেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য সৃষ্টিকর্তার করুণাপ্রার্থী।